গোপালগঞ্জ আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ, সব মানুষ খারাপ নয়: নুরুল হক নুর

সংগৃহীত ছবি

গোপালগঞ্জের সব মানুষ খারাপ নন বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর। শুক্রবার (২২ আগস্ট) সকালে গোপালগঞ্জ জেলা গণঅধিকার পরিষদের উদ্যোগে মুকসুদপুর কলেজ মোড়ে আয়োজিত পথসভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

তিনি গোপালগঞ্জ ও এর মানুষদের নিয়ে বলেন, "গোপালগঞ্জ আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানকার সব মানুষ খারাপ নয়। তাই প্রশাসনের ভাইদের বলব— সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে মামলা দিয়ে কোনো জুলুম করবেন না।"

তিনি গোপালগঞ্জের বিভিন্ন গুণীজ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা তুলে ধরে বলেন, "বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান থেকে শুরু করে সাংবাদিক নির্মল সেন, ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার, মতুয়া সম্প্রদায়ের হরিচাঁদ ঠাকুর, জাতীয় ক্রিকেট দলের রকিবুল হাসান, সংগীতশিল্পী ফিরোজা বেগম, চলচ্চিত্র পরিচালক কাজী হায়াত— অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্বের জন্ম এই গোপালগঞ্জে। সুতরাং পুরো জেলার মানুষকে খারাপ বলে অভিযুক্ত করা যাবে না।"

LENS ASIA

তিনি আরও বলেন, "আমাদেরও সুযোগ ছিল সুবিধাবাদী রাজনীতি করার। চাইলে শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভায় সবচেয়ে ভালো মন্ত্রী হতে পারতাম, শত শত কোটি টাকার মালিক হতাম। কিন্তু আমরা আপোষ করিনি। মুখে যা বলেছি অন্তরেও তাই ধারণ করেছি। আমরা বলেছি রাজনীতি জনগণের কাছে নিতে হবে, রাজনীতিকে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ করতে হবে। তাই জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধিদেরই নেতা বানাতে হবে।"

নতুন বাংলাদেশ গড়তে পুরোনো বন্দোবস্তে নির্বাচন যথেষ্ট নয় বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, "নতুন বাংলাদেশ গড়তে হলে পুরোনো রাজনৈতিক বন্দোবস্তের নির্বাচন যথেষ্ট নয়। এজন্য আমরা নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত নিয়ে আলোচনা করছি। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ গঠন করতে হবে, যেখানে উচ্চকক্ষ হবে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (PR) পদ্ধতিতে। ধীরে ধীরে এভাবেই নতুন রাজনৈতিক কাঠামোর দিকে এগোতে হবে।"

গোপালগঞ্জ জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি আল আমিন সরদারের সভাপতিত্বে ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র অধিকার পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক অপু মুন্সির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ পথসভায় আরও বক্তব্য দেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান, ফরিদপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট ফিরোজুর রহমান, উচ্চতর পরিষদের সদস্য শহিদুল ইসলাম ও মাহফুজুর রহমান, যুব অধিকার পরিষদের প্রচার সম্পাদক ফারুক হোসেন, গোপালগঞ্জ জেলা যুব অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোল্লা ইব্রাহিম, জেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি শেখ মোজাহিদ এবং মুকসুদপুর উপজেলা আহ্বায়ক মোহাম্মদ আলি প্রমুখ।